SKBU JOURNAL OF PHILOSOPHY
PEER REVIEWED

ন্যায় ও বৌদ্ধ দর্শনে অর্থ: একটি সমীক্ষা

অতনু সাহা

সংক্ষিপ্তসার:

মানুষের মনের ভাব প্রকাশের অন্যতম প্রধান উপায় ও মাধ্যম হল বাক্ বা শব্দ, যার মাধ্যমে চিন্তা ও অনুভূতির বিনিময় ঘটে, ঘটে সৃজনশীলতার প্রকাশ। এই শব্দ কেন্দ্রিক আলোচনা অতি সুপ্রাচীন ও ঐশ্বর্যশালী। ভারতীয় ভাষা দর্শনের মূলে রয়েছে শব্দ বিষয়ক আলোচনা। শব্দের দ্বারা অর্থ উপলব্ধ হয়। শব্দ বিশেষ যে অর্থ বিশেষকে বুঝিয়ে থাকে এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। অর্থ কেন্দ্রিক আলচনার ক্ষেত্রে ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে বৈমত্য লক্ষ্য করা যায়। অর্থ কি বস্তুগত, নাকি বুদ্ধিনিষ্ঠ? এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় দ্বিধাবিভক্ত। কিছু দার্শনিক তথা দর্শন সম্প্রদায় কট্টর ভাবে বস্তুগত অর্থকেই অর্থাৎ বস্তুর্থকেই বাচ্যার্থ বলেছেন। অন্যদিকে কিছু দর্শন সম্প্রদায় বাচ্যার্থ বলতে দৃঢ়ভাবে বুদ্ধিস্থ অর্থ তথা বৌদ্ধার্থকেই বুঝিয়েছেন। বাচ্যার্থ কি বস্তুর্থ না বৌদ্ধার্থ— এ বিষয়ে বিস্তর আলোচনা ভারতীয় ভাষা দর্শনে রয়েছে, রয়েছে বিস্তর মত পার্থক্যও। এমনই দুটি দর্শন সম্প্রদায় হল ন্যায় দর্শন এবং বৌদ্ধ দর্শন। বস্তুর্থবাদী নৈয়ায়িকগণের মতে পদার্থ বাহ্য জগতে অস্তিত্ববান। বৌদ্ধার্থবাদী বৌদ্ধ দার্শনিকগণের মতে অর্থ বুদ্ধিনিষ্ঠ, অর্থ হল 'কল্পনা' মাত্র। অর্থ সে বাহ্য জগতে অস্তিত্ববান হোক বা কল্পনা, নিত্যদিনের জীবন যাপনের ক্ষেত্রে উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়। কোন একটি মতকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দিলে জীবন যাপনের ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধার মুখোমুখি হতে হয় এবং সেই সাথে অর্থ বিষয়ক আলোচনার একটা দিক অধরা রয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও থেকে যায়। এই নিবন্ধে অর্থ কেন্দ্রিক আলোচনায় কালের নিরিখে ভিন্ন কালে অবস্থানকারি ন্যায় ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে যে মত পার্থক্য রয়েছে সেটিকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হবে এবং বস্তুর্থ ও বৌদ্ধার্থের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে সেটি বিষদে আলোচিত হবে।

মুখ্য শব্দাবলী: বস্তুর্থ, বাচ্যার্থ, প্রমেয়ার্থ, শক্যার্থ, ইন্দ্রিয়ার্থ, অভিধেয়ার্থ, বৌদ্ধার্থ, কল্পনা, অন্যাপোহ।